যায়যায়দিন

তারিখ 28 DEC 2012 পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ...

অকৃতকার্য সিংহভাগ শিশুর ঝরে পড়ার আশঙ্কা

এম মামুন হোসেন

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় (পিএসসি) এবার পাসের হার (৯৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ) অনেক বেশি হলেও ৬৫ হাজার ৭৭৮ শিক্ষার্থী ফেল (অকৃতকার্য) করেছে। এই পরীক্ষার জন্য পঞ্চম শ্রেণীর ২৬ লাখ ৪১ হাজার ৯০৩ শিশু তালিকাভুক্ত হয়। এর মধ্যে ১ লাখ ৬০ হাজার ৭৮৪ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। অনুপস্থিত ও অকৃতকার্য পৌনে ২ লাখ শিক্ষার্থীর সিংহভাগই ঝরে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দেশের শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্টরা।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এ বিষয়ে জানান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দেশে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। প্রাথমিক স্তরে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ শিশুদের মেধা যাচাইয়ের একটি প্রক্রিয়া হতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে ফেল করার কারণে শিশুরা যেন লেখাপড়া ছেড়ে চলে না যায়।

তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় ভালোমন্দ এবং গ্রাম-শহরের বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্য ও ব্যবধান কমিয়ে এনে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শ্রেণীকক্ষ তৈরি, ভালো পাঠ্যবইসহ প্রাথমিক শিক্ষায় আরো বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিনামূল্যে বই বিতরণ, বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে কমেছে।

ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গ্রেড পদ্ধতিতে দ্বিতীয়বারের মতো প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। তবে তা মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর মাত্র ৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ। অংশগ্রহণকারী ২৪ লাখ ৮১ হাজার ১১৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার ২২০ জন; গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১ লাখ ৫ হাজার ৬৭৩ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর নিচে ৬ লাখ ৪৫ হাজার ৭৮৩ জন, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ এর নিচে ৪ লাখ ৩০ হাজার ৯০৭ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫ এর নিচে প্রাপ্ত ৪ লাখ ১৭ লাখ ৯৯ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩ এর নিচে ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৯৬৮ জন এবং জিপিএ-১ থেকে ২ এর নিচে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৪ জন।

প্রাথমিকের ফল বিশ্লেষণ

বিষয়ভিত্তিক কৃতকার্যে বাংলায় ৯৯ দশমিক ২০ শতাংশ, ইংরেজিতে ৯৯ দশমিক ০৭ শতাংশ, গণিতে ৯৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ, পরিবেশ পরিচিতি সমাজে ৯৯ দশমিক ৭৮ শতাংশ, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে ৯৯ দশমিক ৮০ শতাংশ এবং ধর্ম বিষয়ে ৯৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। গণিত ও ইংরেজিতে বেশি শিক্ষার্থী ফেল করলে পাসের হারে প্রভাব পড়ে। এবার তুলনামূলকভাবে এই দুটি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ভালো করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ জানান, সবাই

শিশুর : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

শিশুর : অকৃতকার্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চাইছে ভালো ফল করতে। এই প্রতিযোগিতার মনোভাবও ফল ভালো হওয়ার অন্যতম কারণ। এছাড়া গণিত ও ইংরেজিতে ফেল করলে পাসের হারে প্রভাব পড়ে। এবার তুলনামূলকভাবে এই দুটি বিষয়ে ভালো করেছে শিক্ষার্থীরা।

মেয়েরা এগিয়ে

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় সবদিক থেকেই মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। এবার মোট ২৪ লাখ ৮১ হাজার ১১৯ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ছাত্র ১১ লাখ ২৫ হাজার ৮৩৪ ও ছাত্রী ১৩ লাখ ৫৫ হাজার ২৮৫ জন। সংখ্যায় ও পাসের হারে মেয়েরা এগিয়ে। ছাত্রদের পাসের হার ৯৩ দশমিক ৩০ শতাংশ আর ছাত্রীদের ৯৪ দশমিক শূন্য ৪৩ শতাংশ।

১৩ রকমের প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইবতেদায়ীসহ মোট ১৪ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ১৪ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফলে গুণগত মান ও সংখ্যাগত পার্থক্য বেরিয়ে এসেছে। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা এই হিসেবের বাইরে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পরীক্ষায় অংশ নেয়া মোট পরীক্ষার্থীর অর্ধেকেরও বেশি ছিল মূলধারার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। মূলধারায় বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ রয়েছে, শিক্ষকদের মান প্রায় একই রকম, সরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ করে দেয়া হয়। কিন্তু এ ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যত্ন তুলনামূলক কম। বেশির ভাগ অস্বচ্ছল ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং সব ধরনের মেধার শিক্ষার্থী সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এসব শিশু কোচিং সেন্টার বা গৃহশিক্ষকের কাছে যেতে পারে না বললেই চলে। পাসের সংখ্যা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট। তবে মানের বিবেচনায়, বিশেষ করে, শতভাগ পাস এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হিসাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফল অন্য বিদ্যালয়গুলোর তুলনায় ভালো নয়।

ফলাফলে দেখা গেছে- পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের পাসের হার সর্বোচ্চ ৯৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ, ব্র্যাক পরিচালিত বিদ্যালয়ের ৯৯ দশমিক ৭৩, কিন্ডার গার্টেন ৯৮ দশমিক ৮৩, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৮ দশমিক ৫৬, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৮ দশমিক ৪৭, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৭ দশমিক ৬৯, রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৫ দশমিক ৮৭, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৫ দশমিক ৭০, নন রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৫, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় ৯৪ দশমিক ৬৪, শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৩ দশমিক ৫২ এবং আনন্দ স্কুল ৮২ দশমিক ২৯ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। ঝরে পড়া শিশুকে শিক্ষা দেয়ার জন্য রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প নেয়া হয় ২০০৪ সালে। নাম রাখা হয় আনন্দ স্কুল। এ স্কুলের শিশুদের বছরে ১ হাজার টাকারও কম দেয়া হয়। যত শিক্ষার্থী ও শ্রেণী থাকুক শিক্ষক একজন, বেতন ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা। ছিন্নমূল শিশুদের সামান্য টাকায় প্রলুব্ধ করে শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার। স্থানীয় পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা স্কুলগুলো চালাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক দেশে আরো সাড়ে ৮ হাজার আনন্দ স্কুল স্থাপন করবে।

এখানে দেখা গেছে, যেসব বিদ্যালয়ে শিশুদের যত্ন নেয়া হয়, সেখানে লেখাপড়ার গুণগত মান ভালো। দেশে ৫৫টি সরকারি পরীক্ষণ বিদ্যালয় আছে, এগুলোর মধ্যে ৫৩টি বিদ্যালয়ে পাসের হার শতভাগ, আর গড় পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ হয়। শিক্ষার্থীদের যত্ন হয় অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনায় বেশি।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন বলেন, দেশের শিক্ষকদের পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষকরা ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। তাই ওই বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার মান ভালো। জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনিতেই ফলাফল ভালো। তিনি বলেন, কিন্ডার গার্টেনে যত বেশি, শিক্ষার্থীদের বেতনও বেশি। কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মালিক বা পরিচালকরা সার্বক্ষণিক নজর রাখেন। অভিভাবকরাও স্বচ্ছল ও সচেতন। তাই পাসের হারও বেশি।

মন্ত্রী সামগ্রিক ফলাফল বিষয়ে বলেন, ফলাফল ভালো হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক ফলাফলে এ বছর ভালো করেছে। পাসের হার বেড়েছে। জিপিএ-৫ গত বছরের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। সবদিক থেকে এবারের সমাপনী ফলাফল অগ্রগামী।